



BENGALI A1 – STANDARD LEVEL – PAPER 1
BENGALI A1 – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 1
BENGALÍ A1 – NIVEL MEDIO – PRUEBA 1

Monday 14 May 2007 (morning)
Lundi 14 mai 2007 (matin)
Lunes 14 de mayo de 2007 (mañana)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a commentary on one passage only. It is not compulsory for you to respond directly to the guiding questions provided. However, you may use them if you wish.

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire sur un seul des passages. Le commentaire ne doit pas nécessairement répondre aux questions d'orientation fournies. Vous pouvez toutefois les utiliser si vous le désirez.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario sobre un solo fragmento. No es obligatorio responder directamente a las preguntas que se ofrecen a modo de guía. Sin embargo, puede usarlas si lo desea.

পত্র ১

নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে একটাই বেছে নিয়ে তার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

১ (ক)

- জানলার কাছে সরে আসে বিজু। কটকটে দুপুর। ঝাঁঝালো। শোষণ। একটা শৌ-শৌ শব্দ অবধি গুনতে পায় সে। মাথাটা ভারী। মাদ্রাজ থেকে ফিরেছে সোমবার। আজ রবি। সপ্তা প্রায় পুরো শেষ হয়ে গেল। হাসপাতালটা একটা সাদা বাড়ি। বিরাট। ঝকঝকে। গুন্শান। দেবদূতের মত এক ডাক্তার তার টিউমারটা কেটেছে। অবাক হয়ে গেছে বিজুর সাহস দেখে।.....ফেরার সময় বিজু
- ৫ উজ্জ্বল। কিন্তু রুদ্রপুরে নামতেই কোথেকে এক চোরা বিষাদ নেমে এসেছে বিজুর মনে। এত বড় একটা যুদ্ধে জেতার পরেও ভেতরে এক দুঃখী ভাব। নিঃশ্ব নিঃশ্ব অনুভূতি। যথাসম্ভব ঘুমোচ্ছেও সে, কিন্তু জেগে উঠলেই প্রচণ্ড অস্থিরতা।
- আয়নার কাছে গেল বিজু। তার পাতলা লম্বা চেহারাটা আরও রোগা লাগছে। চোখের নিচে কালি। পায়জামার ওপর সবুজ গেঞ্জি। এসব তবু চেনা-চেনা লাগে। কিন্তু কামানো মাথায় জড়ানো সাদা
- ১০ ব্যাণ্ডেজ তাকে খানিকটা অনিশ্চত করে তোলে। ঠাণ্ডা একটা ভয় উঠে আসে।পরক্ষণেই জোর করে সেটা ঝেড়ে ফেলতে চায়।.....
- তক্ষুনি আর একটা অসহায়তা চলে এল। সে কি আর কোনও দিন খেলতে পারবে? ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল সে কথা। ডাক্তার বাঙালি। একগাল হেসে ডাক্তারবাবু বলেছিল, 'নিশ্চয়ই, বিজু, তুমি কিছুদিন বিশ্রাম নিলেই আবারমাঠে নামবে।'
- ১৫ ভরসা হয়েছিল খুব। আজ সেই ভরসাটাই কেন যেন হলুদ, পতনোন্মুখ পাতার মতো আলতো কাঁপছে। বিজু আপন মনে দুবার 'পারব, পারব' বলে, কিন্তু নাছোড় বিষন্নতাটা যায় না।.....
- রোগটা তেমন জানান দিয়ে আসেনি। মাঝে মাঝে মাথাব্যথা হত। বমি-বমি লাগত ইত্যাদি। লোকাল ডাক্তার সাইনাসের ট্রিটমেন্ট করাতেন। খেলতে গিয়ে বিজুর অনেক জায়গায় চোট। বিজু ভেবেছে এসব কারণেই হয়তো। খুব একটা গা করেনি। শেষে পরপর ক'দিন আচমকা অজ্ঞান হয়ে গেল। মাস
- ২০ দেড়েক আগে বাড়িতে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরতে ভুল বকতে লাগল। কাউকে চিনতে পারে না। মুখে সামান্য গ্যাঁজা উঠছে। প্রথমে রুদ্রপুর হাসপাতালে। সেদিনই কলকাতায় নিয়ে যেতে হল। কলকাতায় পি.জি-তে সিটি স্ক্যানের ধরা পড়ে ব্রেন টিউমারের ব্যাপারটা। ইমিডিয়েট অপারেশন দরকার। দিদি দ্রুত মাদ্রাজ নিয়ে যায়।দিদি অসিতদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল আসে। কিন্তু ভয়টা যায় না। কিছুতেই যেতে চায় না।....
- ২৫ সতর্ক ভঙ্গিতে সে বাড়ির পেছনে যায়। ছোট্ট ডোবা। তার ওপাশে বাঁশের জঙ্গল। লম্বা খড়। নিব্বুম দুপুরে বিজু ওদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন শব্দহীন এক-একটা মুহূর্ত। অস্বস্তির বাইরে বেরিয়ে আসতে চায় সে। ডোবার জলে একটা ব্যাঙ লাফাল। যে পেয়ারা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, তার ডালে এসে বসল দুটো দোয়েল। ফুরুর ফুরুর প্রজাপতি উড়ে গেল ছাদের দিকে। বাথরুমের পেছন দিয়ে চকিতে একেবেঁকে চলে গেল একটা হেল সাপ। হালকা বাতাসে খচমচ করে খসে পড়ল বাঁশপাতা।
- ৩০ বিজু এসবের মধ্যে ডুবে যেতে চায়। মাত্র আঠাশ বছর বয়স, কিন্তু তার মনে হয় অনেকটা আয়ু তার বাড়তি চলে গেছে কোথাও, সে আর বেশী দিন এইসব দেখতে পাবে না।
-একটু ভাবতেই মনে পড়ল ছোটনদার কথা। দমদম এয়ারপোর্টে বিজুকে নিয়ে ঢুকছে দিদি আর অসিতদা, আচমকা ছোটনদার সাথে দেখা। ছোটনদাও কদিন আগের নামি স্টপার। বছর চার আগে বিজুর ক্যাপটেন ছিল।.....
- ৩৫ ছোটনদা এলিয়ে পড়া বিজুকে এয়ারপোর্টে দেখে অবাক। বিজুর তখন কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। দিদির কাছে সবটা শুনে, মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল ছোটনদা। তার পর পাক্সা ক্যাপটেনের মত এগিয়ে এসে বিজুর পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল। ছোট্ট একটা চাপড়, তাতেই কত সাহস।..... বিজু কোনও কথা বলে নি। কথা বলার মত পরিস্থিতিতে ছিল না সে। শুধু গুনেছিল ছোটনদা বলল, 'নার্ভাস হস না, বিজু। এটাও খেলা।তুই পারবি।' তখনও বিজু জানে না তার কি হয়েছে, কিন্তু গুরুতর কিছু তা আন্দাজ
- ৪০ করেছে। তবু খুব জোর এসেছিল মনে। সেই জোরের কারণেই অসুখটা কি জেনেও সে ভেঙে পড়ে নি।

.....মনে ভেসে এল ডাক্তার ব্যানার্জির মুখ, হাসছে। সেই হাসি যা আরোগ্য এনে দেয়। স্বস্তি এনে দেয়, যাক ফাঁড়া কাটল। বন্ধুর মতো হাত ধরেছিলেন ডাঃ ব্যানার্জি, অপারেশনের কয়েকদিন পর। 'বিজু, তোমাকে মনে থাকবে আমার।'

মৃদু হেসেছিল বিজু।

৪৫ ডাক্তারবাবু আবার বলেছিলেন, 'তোমার নার্ভ সত্যিই স্ট্রং। এ জীবনে কম পেশেন্ট তো দেখলাম না।'

বিজু এবার মুখ খুলেছিল, 'স্যার আমি কি সম্পূর্ণ সারলাম ?'

'নিশ্চয়ই। অপারেশনের ঘা শুকোলেই তুমি ফিট। তোমার বায়োপসি রিপোর্ট ভাল। সামান্য সংক্রমণ। হয়তো কিছুদিন রেস্ট নিতে হবে। সে আমি কলকাতাতেই ব্যবস্থা করে দেব। চিন্তা নেই।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

৫০ বিজু আমরা সাধারণত পেশেন্টের ব্যাপারে গার্জিয়ানের সাথেই আলোচনা করি। পেশেন্ট কে জানাই না। তুমি সাহসী, তাই তোমাকেই সবটা বললাম। তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে তুমি।'

.....সাত পাঁচ ভাবছিল বিজু। চাপা এক বেদনা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।ডাঃ ব্যানার্জির বলা 'সামান্য সংক্রমণ' শব্দটা তার গভীরে ঢুকে বাসা বেঁধেছে।

৫৫ পেশারাগাছ ছেড়ে বিজু কি কারণে ডোবার দিকে এগোল। তাকিয়ে রইল স্থির জলের দিকে। এখনও বর্ষা তেমন শুরু হয়নি। জষ্টি মাস। জল এখনও নিচের দিকে। গর্তটা ভরে আছে সবুজ ফার্ণে। অদ্ভুত লাগছে।

সূত্রঃ বিভাস রায়চৌধুরি : 'ফটিকজল'। দেশ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২ এপ্রিল ২০০৫; পৃষ্ঠা : ৫৮-৬০

- লেখক তাঁর মূল ভাবনা বর্ণিত অংশে কিভাবে উপস্থাপন করেছেন তা বিশ্লেষণ করে দেখান।
- লেখক কিভাবে তাঁর মূল ভাব বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির বিবরণ ও তাদের তাৎপর্যপূর্ণ উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তা দেখান।
- বর্ণিত অংশটিতে সময়ের উল্লেখ ও তার বর্ণনা নিয়ে মন্তব্য করুন।
- ছোটগল্পটির উপরোক্ত অংশটিতে মূল চরিত্রটির ওপর অন্য একটি চরিত্রের প্রভাব কিভাবে পড়েছে তা নিয়ে আলোচনা করুন।

১ (খ)

সুচেতনা

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেশের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।

- ৫ এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

- আজকে অনেক রুঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
১০ পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারই হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;
১৫ মানুষ তবু খণী পৃথিবীরই কাছে।

.....
সুচেতনা, এই পথে আলো জেলে এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মণীষীর কাজ;
এ বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;-
প্রায় তত দূর ভালো মানব-সমাজ

- ২০ আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূরে অস্তিম প্রভাতে।

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হত অনুভব করে;

- এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
২৫ শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জল ভোরে;
দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয় -
শশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সূর্যোদয়।

সূত্রঃ জীবনানন্দ দাশ : 'সুচেতনা'। শানু লাহিড়ির ছবিতে জীবনানন্দ দাশ। কলকাতা,
লোটােস প্রিন্ট, ২০০২; পৃষ্ঠা : ২২।

- পৃথিবীর কোন অবস্থাকে কবি 'গভীরতর অসুখ' হিসাবে দেখছেন এবং কেন দেখছেন বলে তোমার মনে হয় ?
- কবির আশাবাদী সমাজ-চেতনা কিভাবে কবিতাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে তা বর্ণনা কর।
- কবিতাটিতে চিত্রকল্পের সাহায্যে কবি তাঁর মূলভাব ফুটিয়ে তুলতে কতখানি সফল ?
- কবির ভাষা ব্যবহারের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি এই কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে তা নিয়ে আলোচনা কর।